একাত্ববাদ-দ্বৈতবাদ-বহুত্ববাদ

জগতের বাস্তবতা সম্পর্কিত বস্তুবাদ ও প্রত্যয়বাদের পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই জগতের বাস্তবতার উপরে আধার করে প্রসঙ্গত অপর একটি বিচার উঠে আসে। তা হল এই পরিদৃশ্যমান বৈচিত্রপূর্ণ চরাচর কি কোনো একটি মূল তত্ত্বের বিভিন্ন আকার অথবা কোনো দুটি মূল তত্ত্বের সম্মিলিত বিকৃতি, নাকি এর পশ্চাতে আরও অধিক তত্ত্ব রয়েছে। অনুসন্ধিৎসু ঋষিগণ এই বিষয়ে আপন আপন বিভিন্ন অনুভব ব্যক্ত করেছেন। যারা বলেন মূল তত্ত্ব এক বা অদ্বিতীয় তারা একত্ববাদী। যারা দুটি তত্ত্বকে মূল মনে করেন তারা দ্বৈতবাদী। যারা আবার মূল তত্ত্বকে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা মানেন না তাদের বলা হয় বহুত্ববাদী। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই তিন ধরনের মতবাদের সমর্থক আমরা পাই। এককথায় যারা একটি পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করে তারা একত্ববাদী, যারা দুটি পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করে তারা দ্বৈতবাদী আর যারা দুয়ের অধিক পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করে তারা বহুত্ববাদী। একত্ববাদী দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বৈতবেদান্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত প্রভৃতি অন্যতম। দ্বৈতবাদী হিসাবে সাংখ্যদর্শন অন্যতম। ভারতীয় দর্শনে বহুত্ববাদীর প্রসিদ্ধি না থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে দ্বৈতবাদীকেই বহুত্ববাদী বলা হয়েছে। যেমন বৈশেষিক ন্যায় প্রমুখেরা চেতন ও অচেতন উভয়েরই নিত্যতা স্বীকার করেন। অচেতন পদার্থের নিত্য পরমাণুর সংখ্যা অনেক হওয়ায় তারা বহুত্ববাদী।

বেদান্তীদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী নামে পরিচিত। অদ্বৈতমতে জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত এই জগৎ শুক্তিতে রজতের ন্যায় মিথ্যা। রজত যেমন উৎপত্তির পূর্বে স্থিতাবস্থায় এবং বিলয়কালে স্বরূপতঃ শুক্তিকারূপেই অবস্থান করে। অধিষ্ঠানরূপ শুক্তির সত্তার অতিরিক্ত সত্তা রজতের কোনো কালেই থাকে না, তেমনই অদ্বৈতবাদীরা বলেন ব্রহ্মের বিবর্তরূপে কল্পিত এই জগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নেই। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের আধার, সকলের প্রেরক, তার সামর্থ্যেই সকলে সমর্থ। ব্রহ্মের বিবর্ত হল জগৎ। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন কিন্তু জগৎরূপে পরিণত হন না। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিতা করতে সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ স্বীকার করা হয়। যেখানে একমাত্র ব্রহ্ম পরমার্থিক সত্য, জগৎ ব্যবহারিক, শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক। প্রাতিভাসিক রজত যেমন ব্যবহারিক শুক্তি জ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়, তেনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতীত হয়।

ব্রহ্মের কোনোরকম ভেদ সম্ভব নয়। ভেদ তিন রকমের হয় স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়। যেমন একটি বৃক্ষ তার পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি থেকে ভিন্ন। নিজের অবয়ব থেকে বৃক্ষের এই ভেদকে বলে স্বগত ভেদ। ব্রহ্মের কোনও অবয়ব নেই বা ভেদ সম্ভব নয়। ব্রহ্ম নিরবয়ব। যার অবয়ব নেই তার স্বগত ভেদ হয় না। দ্বিতীয়ত—একটি বৃক্ষ অন্য বৃক্ষগুলি হতে ভিন্ন বা আলাদা। এইরকম ভেদ সজাতীয় ভেদ। এই সজাতীয় ভেদও

ব্রহ্মের হতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম একমাত্র, অনেকগুলি ব্রহ্ম নেই। তৃতীয়ত—জগতে অনেক পদার্থ আছে যাদের সাথে বৃক্ষের কোনো মিল নেই, সেগুলি বৃক্ষের বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্মের এই বিজাতীয় ভেদ সম্ভব নয়। কারণ ব্রহ্ম থেকে বিজাতীয় কোনো পদার্থের বাস্তব সত্তাই নেই।

দেশ, কাল ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মকে সীমিত করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য, সর্বব্যাপী, সর্বদা বিদ্যমান। ব্রহ্মের নির্দিষ্ট কাল নেই, দেশও নেই। উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকলে তার সম্পর্কে দেশ-কালের কথা বলা যায় না। এইভাবে কোনো বস্তুর সাথে তুলনা করে ব্রহ্মের সঠিক বর্ণনা দেওয়া যায় না।

অপর সম্প্রদায় উক্ত মতের সমালোচনা করে বলেন, সর্বব্যাপী ব্রহ্মও সর্বদা সর্বত্র বর্তমান, এবং ব্রহ্ম কারণ হলে জগতের পদার্থগুলি সর্বত্র সর্বদা উৎপন্ন হওয়া উচিতৎ। যেহেতু কারণ থাকলে কার্য হয় এই হল নিয়ম। এক ব্রহ্মই কারণ হওয়ার অর্থ হল সমস্ত স্থানে ও সমস্তকালে উপস্থিত আছে। দ্বিতীয়তঃ কারণ ভিন্ন হলে কার্য ভিন্ন হয়। যেমন মৃত্তিকা নির্মিত ঘট ও সুবর্ণ নির্মিত অলঙ্কার এক নয়। যদি এক ব্রহ্ম সব কিছুর কারণ হয় তবে কারণ অভিন্ন হওয়ায় সব কার্য একজাতীয় হবে, বাস্তবে তা হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবাদ মানা যায় না।

সাংখ্য মতে মূলতত্ত্ব দুটি, পুরুষ ও প্রকৃতি। সাংখ্যদর্শনকে দ্বৈতবাদী বলা যায়। পরিদৃশ্যমান এই জগতের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে এখানে পুরুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ে পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের প্রতিপাদন করা হয়েছে। সাংখ্যের পুরুষ দ্রষ্টা। অচেতনের দ্রষ্টৃত্ব উৎপন্ন হয় না। তাই পুরুষ চেতন অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ। উদাসীন মধ্যস্থ অপরিণামী অর্থাৎ পুরুষের কোনোও বিকার বা পরিণাম হয় না তাই অপ্রসবধর্মী। পুরুষ নির্লেপ তাই কোনও কিছুর কর্তা হয় না। পুরুষের পাপ পূণ্য হয় না, সে সুখদুঃখ ভোগ করে না। পদ্মের পাতা যেমন জলে থাকলেও সিক্ত হয়না তেমনি পুরুষকেও কোনো বিকার স্পর্শ করে না। পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক নয়। তাই সুখদুঃখমোহাত্মক নয়। চেতন, অবিষয়, কূটস্থ ও অকর্তা হওয়ার সাক্ষী।[১]

দ্বিতীয় তত্ত্ব হল প্রকৃতি। সাংখ্যদর্শনানুসারে জগতের কারণ প্রকৃতিও নিত্যতত্ত্ব। নিত্য হলেও সে পরিণামী তাই প্রকৃতির জগৎকারণত্ব উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির অপর নাম প্রধান—'প্রকরোতি প্রকৃতি প্রধানম্'। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ আছে। প্রকৃতি জড়, প্রকৃতির সর্বদা পরিণাম হয়। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতির কয়েকটি বিকারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতির প্রথম বিকারের নাম মহৎ, মহৎ থেকে আবির্ভূত হয় অহংকার, অহংকার থেকে আবির্ভূত হয় পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ) পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), 'মন' পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত্, ব্যোম্)। এইভাবে স্থূল জগতের উৎপত্তি হয়।

জগতের অভিব্যক্তিতে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত হল ধানের বীজ থেকে যেন অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পত্র, নাল ক্রমে অন্তে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, তেমনি প্রকৃতি থেকে মহদাদি ক্রমে স্থূলভূতের উৎপত্তি।

আবার কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন জগতে অসংখ্য পদার্থ আছে, তাদের কারণ ও স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন তার্কিকগণ অর্থাৎ ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন যে জগতের সমুদায় পদার্থ সপ্তপদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এই সপ্তপদার্থ হল—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। ধুরন্ধর নৈয়ায়িক উদয়নকৃত আত্মতত্ত্ববিবেবকে বৈশেষিক কে পদার্থচিন্তাচতুর বলা হয়েছে। পদার্থ হল জ্ঞেয় বা বিষয়। নৈয়ায়িকরাও এই মত সমর্থন করেন।[২] এই মতে পৃথিবীর সকল পদার্থ কেবল জ্ঞেয় নয়, তারা পদের দ্বারা অভিহিত হয় তাই অভিধেয়। উক্ত সপ্তপদার্থের মধ্যে প্রথম ছয়টি ভাব পদার্থ এবং শেষের টি অভাব পদার্থ। প্রথম পদার্থ দ্রব্য। দ্রব্য নয়টি। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিগ্, আত্মা, মন। এই নবদ্রব্যের প্রথম চারটি কার্যরূপে অনিত্য হলেও পরমাণু রূপে নিত্য। এবং পরবর্তী পাঁচটি নিত্য দ্রব্য। এই মতে স্থূল জগৎ কার্য রূপে অনিত্য হলেও তা অসংখ্য পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন। এই সকল পরমাণু নিত্য। আকাশাদিও নিত্য বস্তু। ঈশ্বর নিত্য। জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়েই নিত্য। এত নিত্য পদার্থ স্বীকার করায় ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়কে বহুত্ববাদী বলা যেতে পারে।